দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUL. 1 4 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে কমিশন গঠনের প্রস্তাব

যত চেষ্টাই করা হোক না কেন এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা সম্ভব হবে না

—জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় অধ্যাপক জনাব সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, বাংলাদেশের প্রাচীনতম শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী প্রশাসন বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তিনি সরকারের কাছে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, বিরোধ ও সংঘর্ষ বিনাশের পথ প্রশস্ত করে। সুতরাং দেশের প্রাচীনতম শিক্ষা পদ্ধতি

(৩ এর পাতায় দেখুন)

যত চেষ্টাই করা হোক না কেন এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা সম্ভব হবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যাতে বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সরকারের কর্তব্য। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বর্তমান বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বলেন,

সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কিছু দুঃখজনক সংবাদ খবরের কাগজে পড়লাম। অভিযোগ করা হয়েছে যে, সরকার নাকি কৌশলে ধীরে ধীরে মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে চাচ্ছেন এবং ইতোমধ্যেই বেশ কিছু মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দিয়েছেন। এরকম ঘটনা অতীতে কখনও ঘটেনি। আমি বুঝে উঠতে পারছি না; কেন সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি রুষ্ট। তিনি বলেন, যদি মাদ্রাসা শিক্ষায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে তা সংশোধন করা প্রয়োজন। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া উভয় দেশেই মাদ্রাসা শিক্ষা গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং উক্ত দু'টি দেশে বেশ কিছুকাল ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রাচীনতম শিক্ষা। আমরা এ শিক্ষা উপমহাদেশের ধর্মীয় শিক্ষা ধারার উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি। অতীতে অনেক বার মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের চেষ্টা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সফলকাম চেষ্টা যিনি করেছিলেন তিনি হচ্ছেন শামসুল উলামা আবু নসর ওহিদ। তিনি ইসলামী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা উভয় শিক্ষার কার্যকরী সমন্বয় সাধন করে একটি নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তন করেছিলেন। এই মাদ্রাসায় ইংরেজী, বাংলা, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার সঙ্গে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠযুক্ত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের আদিযুগ পড়াবারও ব্যবস্থা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মাদ্রাসা স্কীম পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে এখনও চালু থাকলেও বাংলাদেশে এই সংস্কারপন্থী মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ডঃ সৈয়দ আলী আহসান বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী প্রশাসন এখনও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। সরকারের পক্ষ থেকে কখনই একথা বলা হচ্ছে না যে, মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের আধুনিক সময়ের উপযোগী করা প্রয়োজন। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন। ভারতে মুসলমান আগমনের পর থেকে এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবর্তন ঘটে, মোঘল আমলে এর প্রসার ও প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং বৃটিশ সরকারও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কলিকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। পাকিস্তান আমলে পুরনো ধাঁচের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারী সমর্থন লক্ষ্য করি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আমলের শুরুতে বঙ্গবন্ধু সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সমর্থন ছিল। বঙ্গবন্ধু আলিয়া মাদ্রাসার একটি বার্ষিক সম্মেলনে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন এবং বিভিন্ন মাদ্রাসার অনুদানও বৃদ্ধি করেছিলেন। সম্প্রতি তারই কন্যা দেশে প্রধানমন্ত্রী, দুর্ভাগ্যক্রমে তার সরকারের তরফ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। লক্ষ্য করে যাচ্ছে যে সরকার মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দিচ্ছে এবং মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করছে। এটার ফল শুভ হবার কথা নয়। প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বলেন, আমি পূর্বেও একবার বলেছিলাম, এখনও বলছি ঃ

১. মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি কমিশন গঠন করা কমিশনের দায়িত্ব হবে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম পর্যালোচনা করা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মাদ্রাসার পাঠক্রমকে সমন্বিত করা। কমিশনের সদস্যরা বিভিন্ন মুসলমান দেশে যাবেন এবং সেখানকার ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতিগুলো জেনে আসবেন। ঠিক যেভাবে এক সময় শামসুল উলামা আবু নসর ওহিদ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলমান দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ করেছিলেন। ২. পৃথিবীর সকল মুসলমান দেশেই ধর্মবিষয়ক নানাবিধ গবেষণা করবার জন্য ইনস্টিটিউট রয়েছে, আমাদের দেশেও সে রকম একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। ৩. শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় এমন একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনরূপ 'প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাক্রমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।